দৈনিক
আমাদের সময়

তারিখ 15 SEP 2017
পৃষ্ঠা ১২ কলাম ৮

ফি-বছর প্রশ্নফাঁস নির্লিপ্ত প্রশাসন

সানাউল হক সানী ●

ভর্তি পরীক্ষার প্রসঙ্গ এলেই চলে আসে প্রশ্নফাঁসের বিষয়টিও। বিভিন্ন সময়ে এ অপরাধে রাজনৈতিক প্রভাবশালী ও আমলাদের নাম এলেও দোষীদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি হয়নি। জড়িত থাকার তথ্য এসেছে সরকারি দলের ছাত্র সংগঠনের নেতাদের বিরুদ্ধেও। ঘটনার পর পরই অধিকাংশ ক্ষেত্রে এরপর পৃষ্ঠা ৬, কলাম ৬

ফি-বছর প্রশ্নফাঁস নির্লিপ্ত প্রশাসন

(শেষ পৃষ্ঠার পর) গঠিত হয় তদন্ত কমিটি। কিন্তু সেই কমিটির প্রতিবেদন আলোর মুখ দেখে না। আর ঘটনার পর দায় এড়াতে বিশ্ববিদ্যালয়ের পক্ষ থেকে করা হয় মামলা। গত আট বছরে এমন শতাধিক মামলা হলেও শাস্তির মুখোমুখি হতে হয়নি কাউকেই। আর ঘটনার মূল হোতারা বরাবরই রয়ে গেছে অন্তরালে।

বিশেষজ্ঞরাও বলছেন, নকল প্রবণতা কমে গেলেও অব্যাহতভাবে প্রশ্নপত্র ফাঁস হওয়ার ঘটনা উদ্বেগের কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। নকল বন্ধের মতো প্রশ্নফাঁস রোধেও সামাজিক আন্দোলন গড়ে তোলার আহ্বান জানিয়েছেন তারা। আজ শুক্রবার ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের 'গ' ইউনিটের পরীক্ষা শুরুর মাধ্যমে পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের ভর্তি পরীক্ষার মৌসুম শুরু হচ্ছে। এ অবস্থায় নতুন করে নড়েচড়ে বসছে জালিয়াত চক্রের সদস্যরা।

আমাদের সময়ের অনুসন্ধানে জানা যায়, বাংলাদেশে সর্বপ্রথম প্রশ্নফাঁসের আলোচিত ঘটনা ঘটে ১৯৭৯ সালে। সেই ঘটনায় গঠিত তদন্ত কমিটি তিনজনকে দায়ী করে প্রতিবেদন দেয়। তবে রাজনৈতিক কারণে দায়ী ব্যক্তিদের গায়ে আঁচড় লাগেনি। এর পর দীর্ঘদিন ফাঁসের ঘটনা আলোচনায় না এলেও ১৯৯১ সালে এসএসসি পরীক্ষায় প্রশ্নফাঁসের ঘটনা ঘটে। এ অভিযোগে গঠিত তদন্ত কমিটি এক স্কুলশিক্ষককে দায়ী করলেও রাজনৈতিক হস্তক্ষেপে পার পেয়ে যান তিনি। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ৯৬ বছরের ইতিহাসে প্রথম প্রশ্নপত্র ফাঁসের ঘটনা ঘটে ২০১০ সালের ২১ জানুয়ারি। শিক্ষা ও গবেষণা ইনস্টিটিউটের (আইইআর) ২০০৯-১০ শিক্ষাবর্ষে অনার্স প্রথমবর্ষ ভর্তি পরীক্ষার তিনটি সেটের সবই ফাঁস হয়। এ ঘটনায় ওই পরীক্ষা স্থগিত করা হয়েছিল। প্রশ্নফাঁসের সিন্ডিকেটের কয়েকজনকে গ্রেপ্তার ও তদন্ত কমিটিও করা হয়। তবে শেষ পর্যন্ত সিন্ডিকেট চক্রটি আইনের ফাঁকফোকরে পার পেয়ে যায়।

প্রশ্নফাঁস মূলত মহামারী আকার ধারণ করে ২০১১ সাল থেকে। গত সাত বছরে বিপুলসংখ্যক ভর্তি পরীক্ষার্থীকে জালিয়াতির সময় হাতেনাতে আটক করা হয়। প্রক্টর অফিসের তথ্যানুসারে, এমন শিক্ষার্থীর সংখ্যা চার শতাধিক। এ ক্ষেত্রে শিক্ষার্থীদের আটক করলেও বরাবরই পার পেয়ে যাচ্ছে মূল অপরাধীরা। প্রশ্নপত্র জালিয়াতির ঘটনায় মামলা হলেও শুধু ভর্তি পরীক্ষায় আটকরা ছাড়া আর কারো বিরুদ্ধে তেমন কোনো ব্যবস্থা নেওয়া হয়নি। অনেক সময় ভর্তিচ্ছুরাও টাকা ও ক্ষমতার প্রভাব খাটিয়ে মামলা থেকে অব্যাহতি পেয়ে যায়। এর বাইরে জালিয়াতিতে জড়িত ছাত্রনেতাদের গ্রেপ্তার করার কোনো প্রক্রিয়াই করা হয় না। উল্টো এসব ঘটনায় দায়ী বিভিন্ন নেতাকে আরও বড় পদে পদায়ন করে পুরস্কৃত করা হয় বলেও অভিযোগ রয়েছে। ছাত্রলীগের বেশ কয়েকজন নেতার বিরুদ্ধে বিভিন্ন জালিয়াতির ঘটনায় তথ্যপ্রমাণ থাকলেও নির্বিকার প্রশাসন। কয়েকজন ছাত্রনেতার নামে মামলা হলেও তারা শাস্তির মুখোমুখি হননি কখনো।

গত সাত বছরে হওয়া শতাধিক মামলার একটিতেও এ পর্যন্ত অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে দোষ প্রমাণ করতে পারেনি প্রশাসন। শাস্তি পায়নি কোনো অপরাধী। মামলা থেকে অব্যাহতি ও খালাস পেয়ে গেছে অনেকে। এসব মামলা করা হয়েছে শেরেবাংলা নগর, লালবাগ, নিউমার্কেট, মোহাম্মদপুর, রমনা, শাহবাগ, চকবাজার, মতিঝিল, কোতোয়ালি, ওয়ারী, বংশাল, কলাবাগান ও কাফরুল থানায়।

তবে এসব মামলার তেমন কোনো খোঁজখবরও রাখা হয় না বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনের পক্ষ থেকে। অনেকে জালিয়াতি করে বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হয়। এর পর বিষয়টি প্রমাণ হওয়ার পরও সে সব শিক্ষার্থীর পক্ষে অবস্থান নিতে দেখা গেছে অনেক শিক্ষককে। সর্বশেষ গত বছর ভর্তি পরীক্ষায় বেশ কয়েকজন শিক্ষার্থী জালিয়াতি করে মেধাক্রমের শীর্ষে স্থান করে নেয়। এ নিয়ে প্রশ্ন উঠলে ফের তাদের পরীক্ষা নেয় কর্তৃপক্ষ। এতে দায়ী কয়েকজনের ছাত্রত্ব বাতিল করলেও ঘটনার মূল হোতাদের বিরুদ্ধে কোনো ব্যবস্থা নেওয়া হয়নি।

টিআইবি প্রকাশিত একটি গবেষণা প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়েছে, বিভিন্ন পাবলিক পরীক্ষায় ৪০টি ধাপে প্রশ্নফাঁস হয়। তার মধ্যে ২৩টি ধাপে সবচেয়ে বেশি প্রশ্নপত্র ফাঁস হচ্ছে। ফাঁস হওয়া প্রশ্নে আকারভেদে ২০ হাজার টাকা পর্যন্ত অর্থের লেনদেন হয়। প্রতিবেদনে বলা হয়, ১৯৭৯ সালে প্রশ্নফাঁসের প্রবণতা শুরু হলেও ২০১২, ২০১৩ এবং ২০১৪ শিক্ষাবর্ষ সব বছরকে ছাড়িয়ে গেছে।

সার্বিক বিষয়ে জানতে চাইলে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রক্টর অধ্যাপক ড. এ এম আমজাদ আমাদের সময়কে বলেন, এ বছর আমরা যথোপযুক্ত ব্যবস্থা নিয়েছি। আশা করি ঢাবির ক্ষেত্রে এ ধরনের ঘটনা আর ঘটবে না। তিনি বলেন, মেটাল ডিরেক্টরের পাশাপাশি থাকবেন ভ্রাম্যমাণ আদালত। এ ছাড়া আরও কিছু গোয়েন্দা কার্যক্রমও হাতে নেওয়া হয়েছে। মামলার বিষয়ে তিনি বলেন, আমরা তথ্য-প্রমাণসহ জালিয়াতদের থানায় হস্তান্তর করি। মামলাও করি বিশ্ববিদ্যালয় থেকে। তবে আইনের মারপ্যাঁচে অনেক অপরাধীই জামিনে বেরিয়ে আসে বলে জানান তিনি। আর নানা কারণে মামলার তদন্ত প্রতিবেদন দিতে দেরি হয়ে যায়।